সঙ্গীতাকাশের
উজ্জ্বল নক্ষত্র
প্রলয় চাকী

৫ ❖ পৃষ্ঠা

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
প্রতি মাসের
১৪ তারিখে
প্রকাশিত হয়

sompriti.pabna@gmail.com

sompriti.pabna

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ৩ ● ১ ফাল্গুন ১৪৩২ ● ঢাকা শনিবার ● ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ● ২৫ শাবান ১৪৪৭ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা

অমর একুশে ছয়দিন পর

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

“এখানে যাঁরা প্রাণ দিয়েছে/ রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়/ যেখানে আগুনের ফুলকির মতো/ এখানে ওখানে জ্বলছে/ অসংখ্য রক্তের ছাপ/ সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি/ আজ আমি শোকে বিহ্বল নই/ আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই/ আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল। - মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী”

আগামী শনিবার বাঙালির মননে অনন্য মহিমায় ভাস্বর চির স্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারি। ইতিহাসের পাতায় রক্ত পলাশ হয়ে ফোটা সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউর, আউয়াল, অহিউল্লাহর

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সামনে রোজা ? মাসজুড়ে লাভের অঙ্ক দেখার যেন কেউ নেই

রমজান : ক্রয়ক্ষমতার তলানিতে সাধারণ মানুষ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

আর মাত্র কয়েকদিন পর পবিত্র মাহে রমজান। মাসটি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে সংযম, সহমর্মিতা এবং সৎ-নীতিনৈতিকতার মাস। কিন্তু বাস্তবতা প্রতি বছরই এ থেকে বিচ্যুত অবস্থান তুলে ধরছে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, পবিত্র ধর্ম ইসলামের কেন্দ্রভূমি সৌদি আরবে প্রথমেই এই পবিত্র মাসকে উপলক্ষ্য করে পণ্যসামগ্রীর মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়, বাড়নো হয় সহমর্মিতা। সেখানে, আমাদের দেশে এবারও আগেভাগেই সিন্ডিকেট করে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কোকিল ডাকবে বলেই এলো বসন্ত

মোসতাফা সতেজ

বৈচিত্র্যময় বসন্তের আজ প্রথম দিন। কোকিল ডাকবে, ফুল ফুটবে বলেই আসে বসন্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়ছে তাপমাত্রার লয়। বাঙালি জীবনে এলো ৬ ঋতুর শেষ ঋতু। স্নিগ্ধ ফালগুন এসে গেল তার নিজের রূপ ধরে। এতেই সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির গা ছুঁয়ে যায় মলয় পবন। দিনে ঝলমলে রোদ, রাতে ঠান্ডা। সকাল-সন্ধ্যায় কমতে থাকে শীতল হাওয়ার লয়। এ এক

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পথিকৃৎ শিক্ষাবিদ প্রফেসর কামরুজ্জামান লিখেছেন কবি বন্দে আলীকে নিয়ে-

● পড়ুন ৩-এর পাতায়

সপ্তাহব্যাপী একুশের পুস্তক প্রদর্শনী

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বীর শহীদদের স্মরণে অন্নদা গোবিন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী সপ্তাহব্যাপী পুস্তক প্রদর্শনী করেছে। লাইব্রেরী মিলনায়তনে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে আড়াইশ বছর আগের প্রাচীন বই এবং ছয়শ বছর আগের হাতের লেখার পাণ্ডুলিপি শোভা পায়। প্রতিদিন অগণিত

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেতুয়ানে অভিনব পদক্ষেপ

ডাকাত ঠেকাতে বাঁশ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দিলপাশার (ভাঙ্গুড়া) ইউনিয়নের বেতুয়ান গ্রাম এলাকায় ডাকাত আতঙ্ক বিরাজ করছে। নৌপথে ডাকাতদের তৎপরতা এতোটাই বেড়েছে যে, মানুষ কোনভাবেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এমন আতঙ্ক ও ডাকাতদের তান্ডব থেকে রক্ষা পেতে গ্রামবাসী বাধ্য হয়ে ওই নদী পথ বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাঘাবাড়ি থেকে নাটোর-রাজশাহী পর্যন্ত বিস্তৃত বড়াল নদীকে ডাকাত দল নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তারা এ এলাকায় ডাকাতি করে স্পিডবোট বা দ্রুতগতির নৌকায় করে চলে যায়। এতে করে বেতুয়ান গ্রামসহ আশপাশের এলাকাগুলোর

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এবার কী হবে?

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

১২ ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে। নানা ঘটন-অঘটনের মধ্যদিয়ে পার হয়েছে সময়। এরপর এসেছে নতুন প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটে কী হবে- তা নিয়ে এখন ভাবনায় মানুষ। দেশে কি প্রত্যাশিত শান্তি ফিরবে, মিলবে কি কোন নতুনত্বের দেখা? নাকি যা ছিল তাই-ই

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে শঙ্কা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পদ্মা নদীর পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি নবায়নের সময় চলে এসেছে। ৩০ বছর মেয়াদী এ চুক্তির সময়সীমা এ বছরের ডিসেম্বরে শেষ হতে যাচ্ছে। ফলে এরই

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ

মার্চে সরবরাহের আশা এ মাসে ফুয়েল লোড

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট রোসাটমের প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ ইউনিট-১ এ ফুয়েল লোডিং হবে। এর মধ্যদিয়ে আগামী মার্চ মাসের শেষ দিকে ইউনিট-১ থেকে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের আশা করা হচ্ছে।

বিষয়টি গত ১৬ জানুয়ারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকেও জানানো হয়। তিনি এদিন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মী ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে জাতীয় বিদ্যুৎখাতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় মন্ত্রিপরিষদ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

রূপপুরে পদ্মা নদীর তীরে দেশের একমাত্র পারমাণুবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

DCH TRUST

মাটি ও মানুষের সংগ্রামে
সম্প্রীতি বাংলাদেশ কে শুভেচ্ছা

DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

এস.বি ০০০/৪৬

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

৮

শনিবার
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১ ফাল্গুন ১৪৩২
২৫ শাবান ১৪৪৭

খেজুরের রস থেকে সাবধান

নিপা ভাইরাস ঝুঁকি

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

নিপা ভাইরাসের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে পাবনা জেলাসহ গোটা উত্তরাঞ্চল। স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যানুযায়ী পাবনা, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, মেহেরপুর ও ফরিদপুর জেলাগুলো নিপা ভাইরাসের ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। গত ডিসেম্বর থেকে এই ঝুঁকি বিরাজ করছে এবং আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত এ ঝুঁকি থাকবে। এই সময় পর্যন্ত খেজুর রস পানে শতভাগ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এই রস থেকেই নিপা ভাইরাস ছড়িয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, সাধারণত শীতকালে (ডিসেম্বর-মার্চ) খেজুরের কাঁচা রস পানের মাধ্যমে এই মারাত্মক ভাইরাস ছড়ায়। কারণ এ সময় বাদুড় গাছে বাঁধা হাঁড়ি থেকে রস খাওয়ার চেষ্টা করে এবং তখন ওই রসের সঙ্গে তাদের লালা মিশে যায়। এমনকি রসের মধ্যে বাদুড় মলমূত্র ত্যাগ করলেও সে রসে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। বাদুড়টি নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে এবং সেই রস পান করলে মানুষের মধ্যেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া বাদুড়ে আংশিক খাওয়া ফলমূল খেলেও এ রোগ ছড়াতে পারে।

ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশের ৫ থেকে ১৪ দিন পর রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। কেউ কেউ উপসর্গহীন থাকতে পারেন। কারও আবার শুধু সাধারণ জ্বর-কাশি দেখা দিতে পারে। লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াও ৪৫ দিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় এটি শরীরের মধ্যে থাকতে পারে। শুরুতে প্রচন্ড জ্বর, মাথা ও পেশিতে ব্যাথা, খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, কাশি, পেট ব্যথা, বমি, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এ রোগে মস্তিষ্কে এনসেফালাইটিস জাতীয় ভয়াবহ প্রদাহ দেখা দেয় এবং রোগী অসংলগ্ন আচরণ, প্রলাপ বকা, ঘুমঘুম ভাব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, খিঁচুনি এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর যারা বেঁচে যান তারা অনেকেই স্মৃতি হারিয়ে ফেলেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন না, এমনকি পঙ্গুও হয়ে যেতে পারেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো ভ্যাকসিন বা ঔষধ নেই, তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা (সাপোর্টিভ কেয়ার) নিতে হবে। এলাইজা টেস্ট, পিসিআর, সেল কালচার প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে এ ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব। এ রোগ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

‘সেন্টার পিভট’ যুক্ত হচ্ছে কৃষিতে

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে জমিতে বর্ষিত হবে বৃষ্টি

স আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

পরীক্ষামূলকভাবে ‘সেন্টার পিভট’ যন্ত্র কাজ করছিল স্বয়ংক্রীয়ভাবে। দেখা গেল, দীর্ঘ পাইপ সংযুক্ত যন্ত্রটি মাঠের মধ্যে চাকার উপর দাঁড়িয়ে। সুইচ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের চাকা মাঠের উপর ঘুরতে শুরু করলো। তা থেকে জমিতে বর্ষণ হতে থাকলো পানিবৃষ্টি। খুব দ্রুতই এটি বিশাল জমি জুড়ে সেচের কাজ করে দিলো।

এই যন্ত্রই যুক্ত হতে চলেছে বাংলাদেশের কৃষিতে। সেচের স্বয়ংক্রিয় এই উন্নত প্রযুক্তির নাম সেন্টার পিভট। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে চাষাবাদের জন্য এ ব্যবস্থা চালু থাকলেও বাংলাদেশে এবার প্রথমবারের মত ব্যবস্থাটি পরীক্ষামুলক চালু হয়েছে। এটি দিয়ে সেচের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে ঈশ্বরদীর মুলাডুলি ও নাটোরের ভবানীপুর আখ খামার এলাকায়। জমির প্রতিটি কোনায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করছে যন্ত্রটি।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল জোনের আওতাধীন আখ খামারে প্রথম বারেরমত এই স্বয়ংক্রিয় সেচ ব্যবস্থা পরীক্ষামুলকভাবে চালু হয়েছে। বিএডিসি বলছে, এ প্রযুক্তি দেশের কৃষি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। ‘সেন্টার পিভট’ সেচ ব্যবস্থায়, চাকাযুক্ত দীর্ঘ পাইপলাইনে যুক্ত স্প্রিংকলার বা ছিটিয়ে দেওয়া যন্ত্রের মাধ্যমে ফসলের ওপর বৃষ্টির মতো পানি পড়ে। প্রথাগত পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে সেচ প্রদানে পানির অপচয় হবে না। সুনির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দেওয়া যাবে। বিএডিসি পাবনার নির্বাহী প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ বলেন, ‘প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পাবনা ও নাটোরের দুটি কৃষি খামারে স্বয়ংক্রিয় এই সেচ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।’ তিনি জানান, অস্ট্রিয়ার ভ্যালি ইরিগেশন প্রকল্পের আওতায় পাবনার ঈশ্বরদীর

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আনোয়ারুল হক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা প্রেসক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক আনোয়ারুল হককে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

লেখা আহ্বান

বৈশাখ ১৪৩৩ সংখ্যা এবং সম্প্রীতি বাংলাদেশ–এর প্রথম প্রকাশনা উপলক্ষ্যে লেখকদের কাছে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে–

লেখার বিষয়

প্রবন্ধ	:	শব্দ সংখ্যা ২০০ থেকে ৪০০
ফিচার	:	শব্দ সংখ্যা ২০০ থেকে ৪০০
ছোট গল্প	:	শব্দ সংখ্যা ২০০ থেকে ৫০০
কবিতা	:	লাইন সংখ্যা ১৬ থেকে ২০
ছড়া	:	লাইন সংখ্যা ১০ থেকে ১৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য

লেখা ১০ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ই-মেইলে ‘সুতন্নী এম জে’ ফন্টে পাঠাতে হবে। সাহিত্য বিভাগ ও সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক বাছাই পরবর্তী লেখা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (১৪ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশ হবে।

ই-মেইল : sompriti.pabna@gmail.com

আহ্বানে–
সম্পাদনা পর্ষদ

মানববন্ধনে দাবি
আকাশকলির অরণ্য দখলমুক্ত করুন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

বেড়ার আকাশকলি দাসের গড়ে তোলা পাখির অভয়াশ্রম দখলমুক্ত ও সংরক্ষণ করার দাবিতে পাবনা শহরে মানববন্ধন করা হয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারি পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এই মানববন্ধন শেষে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য জেলা প্রশাসন বরাবর একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

নেচার এন্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, পাবিপ্রবির গ্রীন ভয়েস এবং প্রাণী অধিকার কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই মানববন্ধনে আকাশকলি দাসের অভয়শ্রম সংরক্ষণের দাবি করে বক্তব্য দেন পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাবেক সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আঁখিনূর ইসলাম রেমন, পাবিপ্রবির জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের ডীন এবং গ্রীন ভয়েসের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. নাজমুল ইসলাম, ‘বাঁচতে চাই’-এর নির্বাহী পরিচালক আবদুর রব মন্টু, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি মাহবুবুল আলম লিটন, পাবনা প্রেসক্লাবের সাংস্কৃতিক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। **সম্পাদনা পর্ষদ : আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti ব্লাগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা– সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-

অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্বা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

কবি বন্দে আলী মিয়া

জীবনকথা ও প্রতিভার মূল্যায়ন

প্রফেসর মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাতিমান কবি বন্দে আলী মিয়া। পল্লী কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি। ১৯০৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি পাবনা শহরের উপকণ্ঠ রাধানগরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম মুন্সী উমেদ আলি মিয়া, মাতার নাম নেকজান নেসা। শৈশবে বাড়ির নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাধানগর মজুমদার একাডেমীতে ভর্তি হন। ১৯২৩-এ এই প্রতিষ্ঠান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অতঃপর কলকাতা গমন এবং সাহিতের বিচিত্র দিকে পদচারণা।

বন্দে আলী মিয়ার মতো শিল্পী যে কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যবান সম্পদ। এ রকম শিল্পী সচরাচর জন্ম হয় না। অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয় এ রকম প্রতিভার জন্য। বাংলা সাহিত্যে পল্লীকবি বলতে আমরা সকলেই কবি জসীমউদ্দীনের নাম জানি। এক্ষেত্রে জসীমউদ্দীনের পরেই কবি বন্দে আলী মিয়ার স্থান। সমকালীন কিংবা পরবর্তীতে আরও অনেকেই পল্লীকবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে ওহীদুল আলম, রওশন ইজদানী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি- এঁরা কেউই কবি বন্দে আলী মিয়ার ধারে কাছে যেতে পারেননি।

বাংলা সাহিত্যে কবি বন্দে আলী মিয়ার অনবদ্য অবদান 'ময়নামতির চর' (১৯৩২)। এর অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয় জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। এ কাব্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য-

'তোমার ময়নামতির চর কাব্যখানিতে পদ্মা চরের দৃশ্য এবং তার জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল, পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই। সমস্ত মনের অনুরাগ দিয়ে তুমি দেখছো এবং কলমের অনায়াস ভঙ্গিতে লিখছো। তোমার সুপরিচিত প্রাদেশিক শব্দগুলো যথাস্থানে ব্যবহার করতে তুমি কুণ্ঠিত হওনি, তা'তে ক'রে কবিতাগুলি আরও সরস হয়ে উঠেছে। পদ্মাতীরের পাড়াগায়ের এমন নিকট স্পর্শ বাংলা ভাষার আর কোন কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। বাংলা সাহিত্যে তুমি আপন বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি।'

এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অনুরাগ' (১৯৩৩), 'পদ্মানদীর চর' (১৯৩৩), স্বপ্নসাধ (১৯৩৬), 'মধুমতির চর' (১৯৪৬), 'দক্ষিণ দিগন্ত' (১৯৬৮) ও 'কলমিলতা'।

কাব্যের ক্ষেত্রে কবি বন্দে আলী মিয়া বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বন্দে আলী মিয়ার এই কৃতিত্বের রহস্য কোথায়? আমি মনে করি এই রহস্যের মূল নিহিত রয়েছে তার প্রকৃতির মধ্যে। মানুষ হিসেবে তিনি যেমন সহজ সরল, অনুরূপ কবি হিসেবেও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে একই রকম সারল্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামের কথা, কৃষাণ-কৃষাণীর সুখ-দুঃখ তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই, নেই কোন কষ্টকল্পনা। তাঁর কবিতার মধ্যে কোন 'ইজম' নেই। আর 'ইজম' নেই বলে তাঁর কবিতা জনতোষিণী নয়, মনতোষিণী।

বন্দে আলী মিয়ার কবিতার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার চিত্রধর্মিতা। এবং আর এক বৈশিষ্ট্য শব্দচয়ন। বন্দে আলী মিয়ার কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি বিশেষ কিছু শব্দের ব্যবহার। এটাকে আমরা নিজস্ব কবিভাষা বা চড়বঃরপ ফরপঃরড়হ হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। যে শব্দগুলি তাঁর কবিতায় বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তা হ'ল-

নথ, ধান, সোনা, গাঁও, আথাল, মাথাল, জোয়াল, গোয়াল, লাঙ্গল, রাখাল, মেঠো, শিকা, কুঁড়ে, কৃষাণী, ঘাস, মিঠেল, কলমি, হিজল, গাঙ, নোলক, বালা, জোনাকি ইত্যাদি।

কবিতার পাশাপাশি বন্দে আলী মিয়া ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, নাটক, জীবনকথা, স্মৃতিকথা, গান ইত্যাদি বিচিত্র দিকে বিচরণ করেছেন। শিশুতোষ রচনার ক্ষেত্রে তিনি ঈর্ষণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর রচনার সংখ্যাও প্রচুর। শতাধিক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

এছাড়া গানের ক্ষেত্রে কবি বন্দে আলী মিয়া বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিচিত্র ধরনের গান তিনি লিখেছেন। হামদ, নাত থেকে শুরু ক'রে পল্লীগীতি, দেশাত্মবোধক, আধুনিক, হাসির গান প্রচুর তিনি রচনা করেছেন। এর মধ্যে অনেক গান হিজ মাস্টার্স ভয়েস, কলম্বিয়া, মেগাফোন ইত্যাদি কোম্পানী থেকে রেকর্ড হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বন্দে আলী মিয়ার কিছু গান হারিয়ে গেছে। এগুলো সংগ্রহ করা দরকার।

বন্দে আলী মিয়া পাবনার ধংংবঃ, পাবনার গর্ব, অহঙ্কার। পল্লীকবি বলে তাঁকে অবজ্ঞার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র দিকে তিনি পদচারণা করেছেন। এবং এ বিচরণ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। বন্দে আলী মিয়ার ওপর কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার পরেও একথা নির্দ্বিধ চিত্তে বলা যায়, তাঁর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। বন্দে আলী মিয়ার ওপর আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

কবি বন্দে আলী মিয়ার ওপর কিছু লিখতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে ষাট বছর আগের স্মৃতি। কবি বন্দে আলী মিয়া ধীর পদক্ষেপে চলেছেন পাবনা শহরের পুরোনো ব্রীজের ওপর দিয়ে শহরের দিকে। হাতে ছাতা। সহজ সরল মানুষ। পোশাক পরিচ্ছদেও সারল্যের ছাপ। কবি নজরুলের মতো উচ্ছল প্রাণবন্ত নন, মানুষ হিসেবে কিছুটা নিরিবিলি প্রিয়। বন্দে আলী মিয়া মজলিশী মানুষ ছিলেন না। হৈ চৈ তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ধীরস্থির স্বভাবের মানুষ। তাঁর মধ্যে কোন অহং ভাব ছিল না। কেউ কথা বললে তার সঙ্গে ভালো ভাবেই কথা বলতেন। চোখের সামনে ভাসছে '৬৮ এবং '৬৯ সনে পাবনা জেলা কাউন্সিল-এর মুখপত্র 'পাবনা' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত রশীদ হলের অনুষ্ঠানে কবি বন্দে আলী মিয়ার সৌম্য মুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ্য নাম 'বিদায় হজ' কবিতার রচয়িতা কবি আবুল হাশেম এবং প্রাবন্ধিক ডক্টর গোলাম সাকলায়েন। বন্দে আলী মিয়া নীরবে সাহিত্য অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন। দেশের একজন বরেণ্য সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন রকম আহামরি ভাব দেখিনি। একজন বিশিষ্ট কবি এবং ভালো মানুষের সমন্বয় আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। বন্দে আলী মিয়ার জীবন থেকে অনেক কিছু পাঠ নেয়ার আছে। রাতারাতি কবি খ্যাতি তিনি পাননি। এর জন্য তাঁকে সাধনা করতে হয়েছে। অনেক প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁর সাধনা, ধৈর্য, সহজ সরল ভাব, বিনয় এগুলি একজন মহৎ মানুষের বিরল গুণ। আজ আমাদের দেশে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা থেকে মুক্তি কল্পে বর্তমান প্রজন্মকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন থেকে অনেক পাঠ নিতে হবে। বন্দে আলী মিয়ার জীবন থেকেও অনেক কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে।

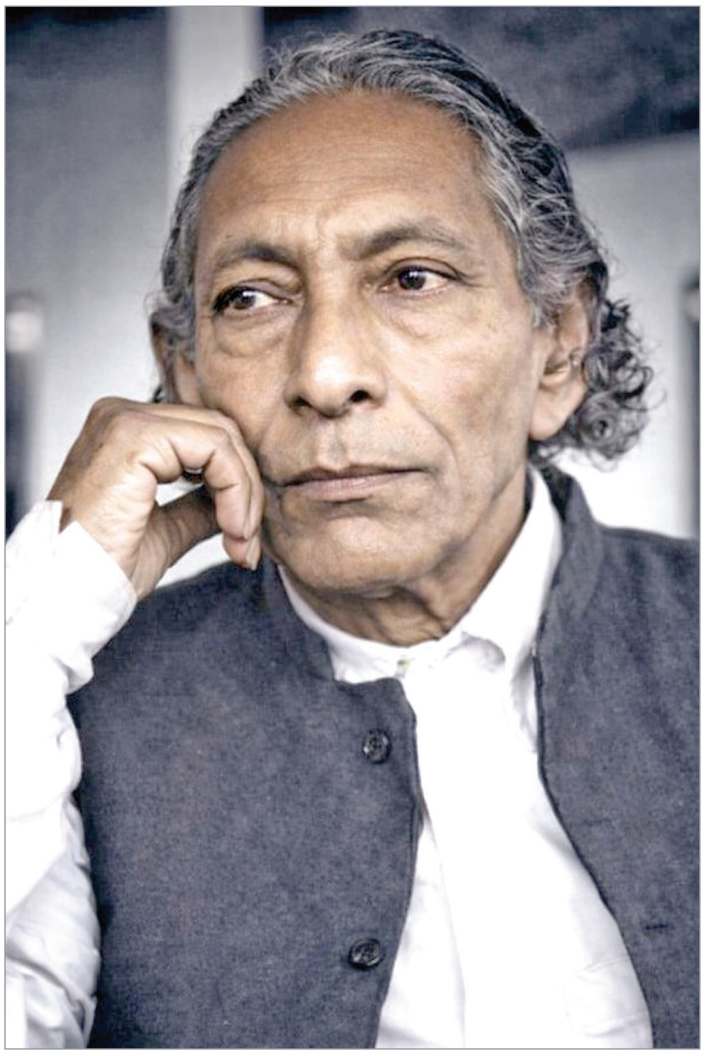

বন্দে আলী মিয়া সাহিত্যের বিচিত্র দিকে পদচারণা করেছেন। তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রচুর। মুসলমান লেখকদের মধ্যে একমাত্র কাজী আবুল হোসেন ছাড়া আর কেউ এত বই রচনা করেননি। এর মধ্যে আবুল হোসেন মূলত কথাসাহিত্যে খ্যাতিমান আর বন্দে আলী মিয়ার খ্যাতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। বন্দে আলী মিয়া রচিত গ্রন্থের একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

ক. কাব্য : ময়নামতির চর, অনুরাগ, পদ্মানদীর চর, স্বপ্নসাধ, মধুমতির চর, দক্ষিণ দিগন্ত, লীলাসঙ্গিনী, কলমিলতা, কাহিনী ও কথিকা, ধরিত্রী।

খ. গান : সুরলীলা, কলগীতি।

গ. ছোট গল্প : তাসের ঘর, কায়কল্প, নারী কলঙ্কময়ী।

ঘ. উপন্যাস : ঘূর্ণি হাওয়া, জাগ্রত যৌবন, অরণ্যগোধূলি, ঝড়ের সঙ্কেত, মনের ময়ূর, নীড় ভ্রষ্টা, নারী রহস্যময়ী, অস্তাচল, দিবাস্বপ্ন, প্রেমের বহ্নিশিখা, পরিহাস, শেষ লগ্ন, বয়সের দাবী।

ঙ. নাটক, প্রহসন, নক্সা জাতীয় রচনা : জোয়ার ভাটা, মসনদ, উদয় প্রভাত, যুগমানব, জয়-পরাজয়, সত্যপীর, আলাদীন, সোহরাব-রোস্তম, ওমর খৈয়াম, ইউসুফ জুলেখা, গুলে বকাওলি, বৌদিদি রেস্টুরেন্ট, সতী, বাঞ্ছারাম, ঢ্যাং।

চ. জীবন কথা : জীবন শিল্পী নজরুল।

ছ. স্মৃতি কথা : জীবনের দিনগুলি।

জ. সম্পাদনা : কাব্য বীথিকা।

ঝ. শিশুতোষ রচনাবলী : আমাদের নবী, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, ছোটদের হযরত আলী, হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, ছোটদের হযরত ওসমান, হযরত মুসা, হযরত ফাতেমা, বিবি আম্বিয়া, হযরত রহিমা, তাপসী রাবেয়া, হযরত বেলাল, এমাম আবু হানিফা, মুসলিম সতী নারী, উম্মাহাতুল মুমিনীন, কামাল আতাতুর্ক, হাতেম তাঈ, সিরাজদ্দৌলা, মুহম্মদ বিন কাশিম, বীরাঙ্গনা চাঁদ বিবি, হাজি মহসিন, স্যার সৈয়দ আহম্মদ, ছোটদের গান্ধিজী, ছোটদের নজরুল, কবি কায়কোবাদ, মীর মোশাররফ হোসেন, সাধক কবীর, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আমাদের নজরুল, কবি গোলাম মোস্তফা, ঈশা খাঁ, বেগম রোকেয়া, মাইকেল মধুসূদন, ছোটদের শরৎচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার জগদীশ, সোহরাওয়ার্দী, কলম্বাস, হিটলার, আব্রাহাম লিঙ্কন, চোর জামাই, মেঘকুমারী, জঙ্গলের খবর, ছোটদের বিষাদসিন্ধু, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, তিন আজগুবি, বোকা জামাই, গল্পের আসর, শিশুদের বিষাদসিন্ধু, কোরানের গল্প, হাদিসের গল্প, কারবালার কাহিনী, মৃগপরী, রূপরাণী, সোনার হরিণ, কোহিনূর, শাহনামার গল্প, শিশু ভারতী, সুন্দরবনের বিভীষিকা, রামধনুকের দেশে, দুঃসাহসীর জয়যাত্রা, গুলিস্তাঁর গল্প, চালাকি, গুপ্তধন, ভূতুড়েকান্ড, মহররম, ছোটদের আরব্য উপন্যাস, পয়গম্বরদের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

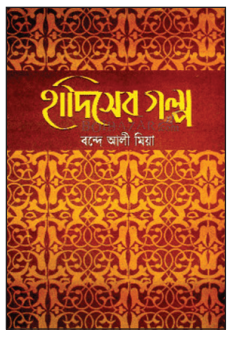

গত ১৭ জানুয়ারি কবি বন্দে আলী মিয়ার ১২০ তম জন্মদিনে পাবনায় তাঁর কবরস্থানে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করে কবি বন্দে আলী মিয়া স্মরণ পরিষদ –সম্প্রীতি বাংলাদেশ

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, সচিব সাইদুর রহমান, জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা ও অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ও সচিবের পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

১৯ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব সাইদুর রহমান রাজশাহী বিভাগ অঞ্চলের স্কুল পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে তারা এদিন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলটিতে উপস্থিত হন। তারা সেখানে শিক্ষকমন্ডলি ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটান। এ সময় জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ উপস্থিত ছিলেন। প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানে সিভিল সার্জন আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ইয়াসমিন মনিরা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তামারা তাসবিহা এবং অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার আহবান জানান। স্বাস্থ্য সচিব সাইদুর রহমান তাঁর বক্তব্যে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের কথা স্মরণ করে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী হতে বলেন। জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে আগামীতে আরও ভালো ফলাফল করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে আগত শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এডওয়ার্ড কলেজে ১৮ জানুয়ারি এবি ট্রাস্টের উদ্যোগে ছয়তলা ছাত্রবাস নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

এডওয়ার্ড কলেজে ছয়তলা ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে নতুন ছয়তলা ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ছাত্রদের আবাসন সংকট কাটাতে গত ১৮ জানুয়ারি এবি ট্রাস্টের উদ্যোগ ও কাতার চ্যারিটির অর্থায়নে পাবনা পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কলেজের সাবেক শিক্ষক প্রফেসর শিবজিত নাগ, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক প্রফেসর কলিমুদ্দিন, কলেজের সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুর মোহাম্মদ মাসুম বগা ও এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়েস কাব্য। এসময় কলেজের সাবেক ছাত্র হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় শ্রমিকদলের প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

রমজান : ক্রয়ক্ষমতার তলানিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : নিত্যপণ্যের মূল্য বহুগুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ এবং ক্রয়ক্ষমতা নিচে নামতে নামতে তলানিতে ঠেকেছে। এই অগ্নিমূল্য তাঁদের জন্য এখন গলার কাটা।

পর্যবেক্ষকদের ভাষ্য অনুযায়ী, দেশে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় মুসলিমদের হাতে থাকলেও এমন বাস্তবতার অবসান ঘটছে না। এখানে শুধু পণ্যমূল্য নয়- এর সঙ্গে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, প্রতারণা করা এবং মানুষ ঠকানোর প্রতিযোগিতাও যুক্ত। বাজারের তথ্য বলছে, পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে এরইমধ্যে বহুগুনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নিত্যপণ্যের দাম। এক মাসের মধ্যে বেশিরভাগ নিত্যপণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে চার থেকে দশগুন। সিন্ডিকেট করে খেজুর, ছোলা, ভোজ্য তেল, চিনি, চাল, ডাল, ডিম, পেঁয়াজ,আলু, মাছ, মাংস, আদা, রশুন, মশলাসহ যাবতীয় নিত্যপণ্যের দাম আকাশচুম্বি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক মুস্তফা কে মুজেরী এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকে বলেছেন, প্রতি বছরই রমজানের আগে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ীরা নানা অজুহাতে পণ্যের দাম বাড়ায়। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যে একটা কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার- সেটা আমরা আগেও দিখিনি, এখনও দেখছি না। এ ধরনের অন্যায্য কর্মকান্ড সরকার বন্ধ না করলে ভোক্তাদের রমজানে ভোগান্তি পোহাতেই হবে।

ভোক্তার অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন কনজ্যুমারস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি ও সাবেক সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বলেন, প্রতিবারের মত এবারও রমজান শুরু না হতেই পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করে। আসলে রমজানকে ব্যবসায়ীরা টার্গেট করে মুনাফার জন্য। যদিও সরকার থেকে দাবি করা হচ্ছে, রমজান উপলক্ষ্যে পর্যাপ্ত পণ্য আমদানি হয়েছে। এটাই যদি সত্যি হয়- তাহলে পণ্যের দাম বাড়ে কীভাবে? তিনি আরও বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু বাজারে কোনো ধরনের মনিটরিং দেখছি না।

ধারণা পাওয়া গেছে, এবারও রমজান মাস হবে গরিব এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিপদজনক। দাম বৃদ্ধি ছাড়াও প্রতারণা, ছলচাতুরি এবং মানুষ ঠকানোর কারবার নাভিশ্বাস অবস্থা তৈরি করে রেখেছে। এসব ক্ষেত্রে যাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার কথা- তারা শুরু থেকেই কার্যত নিশ্চুপ, নিরব। ফলে প্রতিকারের কাজ কিছুই হয়নি বা হচ্ছে না। সবমিলিয়ে পবিত্র রমজান মাস গতানুগতিক ধারা থেকে বেরুতে পারেনি। এবার নানা জটিলতায় আরও বিপাকে পড়বেন সাধারণ মানুষ। বিশেষত দেশে ধনি-গরিব বৈষম্য আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে। গরিবের সংখ্যা লাফিয়ে বেড়েছে। চরম বৈষম্য তৈরি হয়েছে ধনি-গরিবে। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি অসহায়, অর্থসম্পদহীন, কর্মহীন এবং খাদ্যের দিক থেকে চরমভাবে নিরাপত্তাহীন। এক কথায়, রমজানে ক্রয়ক্ষমতা থেকে তাঁরা বিচ্যুত অবস্থায় রয়েছেন।

এ সংক্রান্ত তথ্যও গভীরভাবে উদ্বেগজনক। যেমন গত বছরের ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত জাতিসংঘের প্রতিবেদনে [জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপি] বলা হয়েছিল, দেশে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ১৭ লাখ। দরিদ্রতার হার ২৮ শতাংশ, যা দুই বছর আগে ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। অর্থাৎ মাত্র দুই বছরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। যা কেবল ভয়াবহ চিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এর ফল হিসেবেই পথে ঘাটে হাতপাতা মানুষ, ভিক্ষুক, সাহায্যপ্রার্থী, কর্মহীনদের ভিড় ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ছিনতাই, রাহাজানি, প্রতারণা, অপহরণ, ডাকাতি, জবরদস্তি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, হত্যা, বেপরোয়া অপরাধ কর্ম। যা এক অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ভয়াবহ নেতিবাচত প্রেক্ষাপট তৈরি করে রেখেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, Power and Participation Research Centre (PPRC), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই দারিদ্রতা বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে দুঃশাসন, কু-শাসন, দুর্নীতি, লুটপাট, দায়িত্বশীলদের দায়িত্বহীনতা, ঘুষ, আইনের শাসন না থাকা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবণতি, কর্মসংস্থানের বিষয় নিয়ে চিন্তা এবং এর ব্যবস্থা না করা, আর্থ-সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থায় চরম বৈষম্য, সর্বপরি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা না থাকা, হরিলুটে নিরব থাকা। ফলে মানুষ কাজ পাচ্ছেন না, আয় কমছে এবং দ্রব্যমূল্য বাড়ছে বেপরোয়াভাবে, খাদ্যাভাব-অর্থাভাব চরম থেকে চরমে উঠছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এমন বাস্তবতায় নিরন্নের ঘরে রমজান আসছে অন্যরকম কষাঘাত হয়ে। একদিকে খাদ্য সম্ভারের মহোৎসব থাকলেও গরিবে জন্য এ মাসে সেহরি ও ইফতারে অন্ন জোগানোটাই হবে কঠিনতর সংগ্রাম।

ওয়াকেবহালদের মতে, মানুষের মধ্যে যতোদিন শুভবুদ্ধির উদয় না ঘটবে- ততোদিন এই বাস্তবতা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা নেই। তারপরেও প্রত্যাশা একটাই- এই মাস সাম্য ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়, মানবিক গুণাবলির কথা বলে, মানুষের কল্যাণে মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়; মোটেও মূল্যবৃদ্ধি, প্রতারণা, সিন্ডিকেট করার কথা বলে না। সুতরাং একটু বিবেকবান হলেই- মাসটিকে সবার জন্য আনন্দময় করে তোলা সম্ভব। ইচ্ছে করলেই সম্মিলিত কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়া যায়, এর মধ্যদিয়ে সম্ভব সহানুভূতি ও সিয়াম সাধনার সত্যিকারের ক্ষেত্র গড়া। এটাই পবিত্র রমজানের চাওয়া এবং শিক্ষা। সত্যিকারের মানুষ মাত্রই এটা প্রত্যাশা করেন।

ডাকাত ঠেকাতে বাঁশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর : মানুষ চরম নিরাপত্তহীনতা ভূগছিলেন। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে গ্রামবাসী অভিনব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন। তারা নদী বরাবর বাঁশের বেড়া স্থাপন করেছেন, যাতে ডাকাতরা স্পিডবোট বা দ্রুতগতির নৌকা নিয়ে গ্রামে ঢুকতে বা বেরুতে না পারে। জানা গেছে, এই বাঁশের বেড়ার ফলে নৌপথে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ভাঙ্গুড়া থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে বলেন, নৌপথে চুরি-ডাকাতির ঘটনায় গ্রামবাসীর মধ্যে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছিল। সেই আতঙ্ক থেকেই তারা নদী বরাবর বেড়া দিয়েছেন। বেতুয়ান গ্রামের কয়েকজনের ভাষ্য অনুযায়ী, ডাকাতের ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিলে তাদের গ্রামে পৌঁছাতে যে সময় লাগে, ততক্ষণে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। পুলিশি নিরাপত্তার অভাবেই গ্রামবাসী নিরুপায় হয়ে বড়াল নদীতে বাঁশের বেড়া দিয়েছেন। এতে নৌপথ সংকুচিত হওয়ায় ডাকাত দল গ্রামে ঢুকতে পারছে না।

গ্রামবাসীরা আরও বলছেন, পুলিশ প্রশাসনকে বারবার বলেও প্রতিকার না পেয়ে তারা বাধ্য হয়ে এমন উদ্যোগ নিয়েছেন। নৌপথে এসে ডাকাতি করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাওয়া ঠেকাতেই বেড়া দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসী স্বেচ্ছাশ্রমে নদীর মাঝ বরাবর বাঁশের বেড়া দিয়ে নৌযান চলাচল নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, গ্রামবাসীর এমন অভিনব পদক্ষেপ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, ডাকাত ঠেকাতে গিয়ে অন্যদের যাতায়াত বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। কেউ বলছেন, যেভাবে শক্তিশালী কাঠামোয় বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে, তাতেকরে মৎস্য ও কৃষি খাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। বেড়ার কারণে নদীর পানিপ্রবাহ বিঘ্নিত হতে পারে। এতে আশপাশের জমিতে জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। এ ছাড়া মাছের অবাধ চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হওয়াসহ জলজ জীববৈচিত্র ক্ষতির মুখে পড়তে পারে।

এবার কী হবে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর : থাকবে, অথবা সময় আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে?

এসব প্রশ্ন এখন সাধারণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি করে ভাবাচ্ছে। কারণ দেশের সামনে রয়েছে বিপদজনক নানা সমস্যা। এমনিতেই আইন-শৃঙ্খলায় ভয়াবহ ধস, চরম নিরাপত্তাহীনতা-নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক সংকট, ব্যবসা-বাণিজ্যে গভীর হতাশা, সীমাহীন অভাব-অনটন, উচ্চ দ্রব্যমূল্য, কর্মহীনতা-বেকারত্ব, ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদিতে দিশেহারা মানুষ। তার উপর চলে আসছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। হানাহানি, খুনোখুনি, জ্বালাও-পোড়াও এবং অসহিষ্ণুতা কেবল বেড়েছেই। অথচ মানুষ এরকম সব প্রেক্ষাপটের অবসান চেয়ে আসছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মিলিয়ে সবখানে তাঁরা স্বস্তি ফিরে পেতে চেয়েছেন। তাঁদের সেই প্রতাশা দূর হবে কিনা, বা না হলে কী হবে- সেটাই এখন এই নতুন প্রেক্ষাপটে দেখার বিষয়।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সামনে এবার কী হবে- তা কেবল সময়ই বলতে পারে। কারণ নানা ক্ষেত্রে জেঁকে বসা জটিল সমস্যাগুলোর সহজ-সরল সমাধান বেশ কঠিন। যদিও জনগণের ঐক্য এবং দায়িত্বশীলদের ভূমিকার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। সুতরাং সামনে কী হবে- তা দেখার জন্য আপাতত অপেক্ষা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

কোকিল ডাকবে বলেই এলো বসন্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর : অন্যরকম অনুভূতি। সব মিলিয়ে নাতিশীতোষ্ণ বসন্ত অতুলনীয়। বসন্তের বই মেলায় আবৃত্তি শুনে মনে পড়ে যায় নামতা পাঠের আবহসঙ্গীত।

এই ঋতুর মধ্যেই রয়ে গেছে খরার আবহ। তাতে শুকিয়ে যায় প্রাকৃতিক পানির উৎসগুলো। মাটির নিচ থেকে পানি টেনে তুলতে পারে না গভীর নলকূপ। সংকট দেখা দেয় সুপেয় পানির। কমতে থাকে পশমী কাপড়ের ব্যবহার। বাক্স বন্দি হতে থাকে লেপ। বেড়ে যায় মশার দাপট। নাকছাবির মতো নিমফুলের নরম ঘ্রাণ ভাসে বাতাসে। সজনে ফুল ও আমের মুকুল দেখা গেছে কদিন আগে থেকেই। তালগাছের কচি মোচার মুখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়বে তালের স্নিগ্ধ রস। ফালগুন মানে যেন ফাগে মেতে ওঠা। হই হুল্লোড় আর শিক্ষা সফরে কেটে যায় কয়েকটা দিন। আলসে আবেশ ধরা এই বৈচিত্রময় ঋতুর সঙ্গে আমাদের মন দেয়া নেয়া চলে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। মলয় হাওয়ায় ঝরতে থাকে শুকনো পাতা। কাব্য সাহিত্যে বসন্তের বাতাসকে বলে মলয় পবন। এ সময় বায়ু প্রবাহ উত্তর পূর্ববাহী। যা মলয় পর্বত স্পর্শ করে আসে বলে মলয় পবন বলা হয়।

ফেব্রুয়ারি মাসে পূব আকাশে অনেক তারা দেখা যায়। যা গত মাসে ছিল না। এ মাসে উত্তর দিকে সপ্তর্ষি মন্ডল সম্পূর্ণ এবং পূব আকাশে বড় তারা মঘাও দেখা যায়। জীবনের চালচিত্র পাল্টে দিতে পরের মাসই চৈত্র। বসন্ত-গ্রীষ্মের মেলবন্ধন আর ঝরা পাতা-কচিপাতার প্রকৃতি দেখায় চৈত্র।

বসন্তকালের দুদিন আগে থেকেই এ হাওয়া বইতে শুরু করে। এ সময় প্রকৃতি নতুন সাজে সেজে ওঠে। গাছে গাছে সাজ সাজ রব। ডালে ডালে দোল খায় আমের মুকুল, পাকা বরই, রং বেরংয়ের ফুল, আতা ফল। সাজনে গাছের ফুল যেন ঝুমকো দুল। শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় উৎসুকেরা ঋতু বরণে আগ্রহ দেখান। অনেকেই বাসন্তী রংয়ের পোশাকে সেজে ওঠেন। তাদের কাছে বসন্তকে বরণ করে নিতে দ্বিধা থাকে না। এ ঋতু নিয়েও কবিতা ও গান লেখা হয়। নাচ আর গানের সুরে সুরে দাপিয়ে বেড়ায় পাগলা হাওয়া। যারা কাজের ফাঁকে প্রকৃতি দেখেন তারা সজনে-পলাশ-শিমুল আর আম্রমুকুলের বর্ণালিতে ঋতু বদলের লগ্নটি অনুভব করতে ভোলেন না। এই ঋতুর মধ্যে লুকিয়ে আছে নতুন বছরের সম্ভাবনা।

কোকিল পরিবারের উৎসব এবং ধুলো ওড়ার কালও বসন্ত। কোকিল, বউ কথা কও, চোখ গেল ও পাপিয়ার সুরেলা আওয়াজ পাওয়া যাবে ডালে ডালে। এ সকল পাখির কল কাকলি বিশেষ ভাবে শ্রুতিরম্য। ডাক শুনে আর নানা বর্ণের ফুল-ফল দেখে বসন্তকে বড্ড ভাল লাগে। ফাল্গুনের প্রথম পক্ষের দিনগুলো মেঘ ও রোদের লুকোচুরিতে ফুরিয়ে যায়। আকাশ হয়ে থাকে ছাই রংয়া। এ ঋতুর সঙ্গে বাঙালি ঐতিহ্যের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আমরা স্মরণ করি ভাষা শহীদদের। পবিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শহীদ মিনার। জমে ওঠে বইমেলা। এর আগে পালিত হয় ভালবাসা দিবস। হাত বদল হয় নানা বর্ণের ঘ্রাণ হীন ফুল।

বঞ্চিত মানুষের সঞ্চিত অসন্তোষ যেন এ কালেই জেগে উঠে। আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে ফুলের সুরভিত কোমলতা যে, এর কথা আলাদা করে ভাবার জন্যে আমাদের স্মরণই থাকে না। দেশে ফুলের চাষ বাড়ছে। কয়েকটি জেলায় দিগন্ত জুড়ে যেন বিছানো রয়েছে রঙ বাহারী গালিচা। ফুলে ফুলে জমানো পথ ঘাট। এ সময় বাজার ছেয়ে যায় পাকা জংলি বরই ফলে। ধুম পড়ে যায় আচার তৈরির। বসন্ততার নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে জেগে ওঠে। চাঙ্গা হয়ে ওঠে সকলের মন মেজাজ। এ কালে নদীগুলোর কঙ্কাল বেরিয়ে যায়। সাপের খোলসের মতো পড়ে থাকে শুধু বালি আর পলি মাটি।

চৈত্র মাস না আসতেই পাল্টে যেতে থাকে প্রকৃতির চিত্র। ধুলোর ধাঁধাঁ আর ঝরা পাতার দিকে তাকিয়ে আমরা ১২টি মাসের শেষ মাস চৈত্রকে দুচোখ ভরে দেখি। তা উপভোগ করি ঋতু ঘাম ঝরিয়ে। হাত পাখা নাড়িয়ে। স্মৃতি ভরা দিন নৈসর্গিক বেদনায় মন অনমনস্ক হয়ে যায়। গ্রীষ্ম-বসন্তের মেলবন্ধন আর কচি পাতার আগমন ঘটায় চৈত্র। এ মাসে রোদ্দুরের রাগ বাড়ে। গায়ে জামা রাখতে পারে না জনস্রোতের শহর। নিঃশ্বাসে ঝাঁঝ। বাতাসে গর্মি। গরমে পাকা পথের পিচ গলে যায়। বাতাসে যথেষ্ট তাপ। বয় ল্যু হাওয়া। দু চোখে ওঠে গগলস। হাতে হাতে ছাতা। তুঙ্গে ওঠে কোমল পানীয়র ব্যবসা। এ মাসে ক্যালেন্ডারের শেষ পৃষ্ঠা ঝুলে থাকে শীর্ণ সুতোয়। বাজারে এসে যায় নতুন পঞ্জিকা। আগ্রহীদের হাতে হাতে পৌছে যায় নতুন বছরের বার্তা নিয়ে। এই বসন্তেই আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি দেখে অনেকেই ভাবিত হন। খরা আমাদের বছর ওয়ারি চিত্র। এমন পরিবেশে শহরবাসী গতানুগতিক গন্ডির মধ্যে পাক খেতে খেতে নিজেদেরই অন্ধ অনুকারী ও অনুসারী হয়ে ওঠে। এ মাসে আকাশের এক প্রান্ত থেকে ধেয়ে আসে ঝড়। যাকে বলা হয় প্রাক কালবৈশাখী। সমুদ্র থেকে উড়িয়ে আনে মেঘ। ঝড়ে ধরাশায়ী হয় গাছপালা ঘরবাড়ি। বজ্র গর্জনের সন্ত্রাস জাগায় আকাশ। আসে কাল বদলের প্রস্তুতি। পিপাসার্ত মাটি ফেটে হয় চৌচির। পানির স্তর যায় নেমে। বাড়তে থাকে লোডশেডিং। এই বসন্তেই খরা চেপে ধরে বৈশাখী রূপে। পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে আইসক্রিমঅলা। সুস্থ হয়ে ওঠে শীতের রুগি। জমে ওঠে চোত সংক্রান্তির মেলা। বিভিন্ন মাঠ প্রান্তরের নৈঃশব্দ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকের দূরাগত ধ্বনি 'ড্যাং ড্যাডা ড্যাং, ড্যাডাং ড্যাং'।

বাগানে বাগানে আর বারান্দা ও ছাদের সুদর্শন টবে চাঁপা, স্বর্নচাঁপা, কনকচাঁপা, নাগেশ্বর চাঁপা, জহুরী চাঁপা, ভূঁইচাঁপা, জুঁই, সোনা জুঁই, বেল, মোতিয়া বেল, চামেলি, মল্লিকা, বকুল, কৃষ্ণচুড়া, রাধাচুড়া, মোহনচূড়া, কনকচূড়া, হলুদ কৃষ্ণচুড়া, পলাশ, শিমুল, সোনালী, করবী, গন্ধরাজ, টগর, কুরচি, সন্ধ্যামনি, দোপাটি, ভাট ফুল, মোরগজবা, অপরাজিতা, মাধবী, মনসাসহ নানা ফুল ফুটে থাকে। যা বসন্তকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে।

বাঙালির গৌরবের দিন থমকে থাকলেও সামনে উজ্জ্বল হবে সে লক্ষণ ডিজিটাল হাওয়ায় পরিষ্কার। শুরু হবে জীবনের মহোৎসব।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে জমিতে

শেষের পৃষ্ঠার পর : মুলাডুলি খামারে প্রথমবারের মত পরীক্ষামূলকভাবে এ সেচ কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই। পুরো নির্মাণ কাজ ও বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শেষে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে দেশে প্রথমবারের মত স্থাপিত সেন্টার পিভট সেচ ব্যবস্থা। প্রকল্পটি সফল হলে দেশের অন্যান্য কৃষি অঞ্চলে ছোট ও বড় প্লান্ট স্থাপন করে সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো যাবে। ফয়সাল আহমেদ বলেন, পর্যাপ্ত সেচের অভাব থাকার কারণে এখন প্রতি একরে ১৫-১৭ মেট্রিক টন আখ উৎপাদিত হয়। এই আধুনিক সেচ ব্যবস্থার ব্যবহার শুরু হলে উৎপাদন ২৭-৩০ মেট্রিক টনে পৌঁছাবে।

মুলাডুলি আখ খামারের ইনচার্জ আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'এই খামারে ১ হাজার ১০১ একর জমি রয়েছে। ৯৪০ একর জমিতে আখ চাষ হয়। এর মধ্যে আনুমানিক ১৫০ একর জমিতে সেচ দিতে পারবে 'সেন্টার পিভট' প্রযুক্তি। দেশি ও বিদেশি প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে উল্লেখিত খামার দুটিতে।

উত্তরবঙ্গ চিনি কলের মহাব্যবস্থাপক (খামার) বাকি বিল্লাহ জানান, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সময়, শ্রম ও অর্থ- তিনটিরই সাশ্রয় হবে। যেখানে প্রথাগত পদ্ধতিতে ১০০ একর জমিতে সেচ দিতে অনেক শ্রমিক ও ১৫-২০ দিন সময় লেগে যেতো, সেখানে এখন ৫-৭ দিনের মধ্যে আরও বেশি এলাকায় সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ দিয়ে আখের উৎপাদন বাড়িয়ে চিনিকলগুলোকে যেমন আরও বেশিদিন সচল রাখা, পাশাপাশি একই জমিতে একাধিক মৌসুমি ফসল ফলানোও সম্ভব হবে।

জীবনকথা ও প্রতিভার মূল্যায়ন

৩-এর পৃষ্ঠার পর :জীবনী, শিকারের গল্প, জঙ্গলের রাজা, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা, বিপদের বেড়াজাল, রীতিমতো কান্ড, ছুটিরদিনের গল্প, সোনালী সকাল, পাতাবাহার, ঝিনুকপরী, কুঁচবরণকন্যা, ডাইনী বউ, রাজকন্যা কাঞ্চনমালা, সোনার কাঠি রূপার কাঠি, রূপকথা, সোনার হরিণ (২য় খন্ড), গল্পের আসর (২য় খন্ড), অতি বুদ্ধির বাহাদুরি, যেমন কর্ম তেমন ফল, ছোটদের অভিনয় ও গান, ঈশপের গল্প, আজ বাকি কাল নগদ, ইরান তুরানের গল্প, শঠে শাঠ্যাং, দুই বন্ধু, পিতার আদেশ, টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার, অতি চালাকির বিপদ, গল্পের মজলিশ, সাঁঝের রূপকথা, রাজকন্যা মানিকমালা, গরীবের ছেলে, ভূতের হাতে, রূপবতী রাজকন্যা, দেশ-বিদেশের গল্প।

ঞ. শ্রেণী পাঠ্য বই : কাকলি, কচিপাতা, শিশুপড়া, আগে পড়ি, তাজমহল, কোহিনূর মালা, সাহিত্যের কথা।

ট. অপ্রকাশিত গ্রন্থ : বিপদ পথে পথে, ডানপিটে, সাতরাজ্যের গল্প, অনেক দেশের গল্প, বিদেশী গল্প, বিপদে বন্ধুর পরিচয়, যেদিকে দু'চোখ যায়, গল্পে ঝরনা, নগদ সেলামী, হুতুম প্যাঁচার ছড়া, ছোটদের আবৃত্তি ও অভিনয়, নকল রাজা, বিজয়ী বীর, ভাগ্যের লিখন ।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বন্দে আলী মিয়ার বেশ কিছু গ্রন্থ এখনো পান্ডুলিপি আকারে রয়েছে। এগুলো আজো সূর্যের মুখ দেখেনি। এগুলি অনতিবিলম্বে প্রকাশের প্রয়োজন। এ বিষয়ে সহৃদয় প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বন্দে আলী মিয়ার মৃত্যুর পর অনেক বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। এগুলো আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। উপরিউক্ত পান্ডুলিপি সমূহ মুদ্রণ, বন্দে আলী মিয়া রচনাবলী প্রকাশনার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং তা যদি করা হয়, তবে আমি মনে করি কবির স্মৃতির প্রতি সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

তথ্য সংকেত :

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ
২. আবুল ফজল, সাহিত্যসাধক বন্দে আলী মিয়া
৩. আজহারউদ্দিন খান, 'বন্দে আলী মিয়া ও বাংলা সাহিত্য'
৪. বন্দে আলী মিয়া, জীবনের দিনগুলি
৫. বন্দে আলী মিয়া- জন্ম শতবর্ষ স্মারক (প্রফেসর কামরুজ্জামান, শফিকুল ইসলাম শিবলী ও ড. মো. হাবিবুল্লাহ)

অমর একুশে ছয়দিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর : রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবহ মহান শহীদ দিবস, একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

মাথা নত না করার চির প্রেরণার অমর একুশের এ দিনে সারা বিশ্বের কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হবে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি...।' ভাষা শহীদদের রক্তে শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছিল দুঃখিনী বর্ণমালা, মায়ের ভাষা। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে সংগ্রামের সূচনা সেদিন ঘটেছিল, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পথ ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

"কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে/ শিউলি শৈশবে 'পাখী সব করে রব' বলে মদনমোহন/ তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি,/ অবিচ্ছিন্ন পরস্পর মমতায় লীন,/ ঘুরেছি কাননে তাঁ নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই/ ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে। -শামসুর রাহমান"

সপ্তাহব্যাপী একুশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : নারী-পুরুষ এবং কিশোর-কিশোরীরা প্রদর্শনীতে ভিড় জমান।গত ১ ফেব্রুয়ারি এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ প্রফেসর কামরুজ্জামান। প্রদর্শনী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম রবির সভাপতিত্বে এবং অবৈতনিক মহাসচিব আবদুল মতীন খানের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শিবজিত নাগ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, রাইফেল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আবদুল হান্নান, বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ড. মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ, পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সম্পাদক উৎপল মির্জা, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষিকা বেগম রোখসানা ডেইজি, জেলা কালচারাল অফিসার মারুফা মঞ্জরী খান সৌমি প্রমুখ।

আনোয়ারুল হক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ

শেষের পৃষ্ঠার পর : করেছেন সাংবাদিকরা। তাঁর সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভাষা সৈনিক ও ইত্তেফাকের সাংবাদিক আনোয়ারুল হককে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন আলোচকরা। তারা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বলেন, সাংবাদিক আনোয়ারুল হক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। তিনি সৎ, নিবেদিতপ্রাণ এবং একনিষ্ঠতার যে দৃষ্টান্ত রেখে রেখে গেছেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়। নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের দিক থেকে এমন ব্যক্তিত্ব বিরল। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করলেই কেবল দেশ, জাতি ও সমাজকে সুষ্ঠু ধারায় পরিচালনা করা সম্ভব। তাঁরা উল্লেখ করেন, মরহুম আনোয়ারুল হক মহান ভাষা আন্দোলনে এবং ১৯৬৭ সালে কুখ্যাত ভুট্টা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে কারা ভোগ করেন। তিনি কোন অন্যায়ের কাছে কখনই মাথানত করেননি। তার দেখানো পথ সবার জন্য পাথেয়। মরহুম আনোয়ারুল হক তার কর্ম ও আদর্শের জন্য সবার হৃদয়ে চির জাগ্রত হয়ে আছেন। পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতারের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন অনোয়ারুল হকের ঘনিষ্ট সঙ্গী পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ, প্রেসক্লাবের বর্তমান সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, অর্থ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, এটিএন নিউজের সাংবাদিক রিজভী জয় প্রমুখ।

পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর : মধ্যে চুক্তি নবায়ন জরুরি হয়ে উঠেছে। এই নবায়নের উপরই নির্ভর করছে গঙ্গা থেকে পানি পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি।

দায়িত্বশীল বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করে জানা গেছে, বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদ-নদীর পানির ন্যায্য ও সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক চ্যানেলসহ বিভিন্ন মাধ্যমে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার ভারতকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এইসঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক আয়োজনের আহ্বানও জানানো হয়েছে। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে এর জবাব মেলেনি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যৌথ নদী কমিশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চ্যানেলে একাধিকবার ভারতকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে মাঝে-মধ্যে কারিগরি পর্যায়ে বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রী বা সচিব পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী বৈঠক এড়িয়ে চলছে ভারত। জেআরসি সূত্র জানায়, গত ৯ সেপ্টেম্বর ভারতের দিল্লিতে জেআরসির সর্বশেষ কারিগরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে প্রকৌশলী ড. আবুল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। সেখানে পদ্মা-গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু আলোচনায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র বলছে, ডিসেম্বরে চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন সময়েই বাংলাদেশ ন্যায্য পানি পাচ্ছে না। মেয়াদ শেষ হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে আমরা চিন্তিত। যদিও বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ পানি পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে, চলছে চুক্তি নবায়নের আলোচনাও। শুস্ক মৌসুম আসার আগেই এ চুক্তিটি নবায়ন হওয়া জরুরি।

পাবনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাইড্রোলজি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শিব্বার হোসেন এই প্রতিবেদককে বলেছেন, গত ১ জানুয়ারি থেকে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বিভিন্ন নির্ধারিত পয়েন্টে উভয় দেশ পানি পরিমাপ করছে। প্রতি দশ দিন অন্তর এই পরিমাপের তথ্য রেকর্ড করা হচ্ছে। ৩১ মে পর্যন্ত পরিমাপ চলবে। শিব্বার হোসেন আরও জানান, গত তিন দশকের অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে সরকারের পক্ষ থেকে পানি চুক্তি নবায়নের জন্য ভারতের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ আলোচনায় দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে ফলাফলের বিষয়টি নির্ভর করছে দুই দেশের পারস্পারিক সম্পর্কের উপর। ওয়াকেবহাল সূত্রগুলো বলছে, দৃশ্যত বাংলাদেশ-ভারত পাস্পারিক সম্পর্ক এখন তলানিতে। স্বাভাবিকভাবে এ কারণে পদ্মায় পানি প্রাপ্তি এবং গঙ্গা চুক্তির নবায়ন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এখন সময়ই কেবলল বলতে পারে-সামনে কী হবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

সঙ্গীতাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রলয় চাকী

'যে মৃত্যু মেনে নেবার নয়'

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রলয় চাকী শুধু দেশের সঙ্গীত জগতেই নয়, দেশের বাইরেও তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সরকারি-বেসরকারি প্রধান মাধ্যমগুলোর মধ্যমণি ছিলেন প্রলয় চাকী এবং তাঁর ছোট ভাই মলয় চাকী। আশি ও নব্বই দশকে সঙ্গীতাকাশে তাঁদের নাম ছিল সর্বশীর্ষে। পাবনার চাকীবাড়ি পরিবারের বেড়ে ওঠা এই যুগল শিল্পীর একজন প্রলয় চাকীকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মৃত্যুর শিকার হতে হয়েছে। যা কেউ মেনে নিতে পারেননি। কারণ এই মৃত্যুটি মেনে নেবার ছিল না। গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর সকালে পাবনা শহরের চাকীবাড়ি থেকে ডিবি পুলিশ প্রলয়কে আটক করে নিয়ে যায়। জেলে পাঠায়। জেল হেফাজতে থাকা অবস্থায় চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়। আটকের মাত্র ২২ দিনের মধ্যে ঘটেছে এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর ঘটনা। এমন একজন অসাধারণ মানুষের প্রশ্নবোধক কোন মৃত্যু মেনে নেবার নয়।

প্রলয় চাকী নিজে শিল্পী, পরিবার শিল্পী, বাবা শিল্পী, মা শিল্পী, দাদা শিল্পী, পূর্বপুরুষ ধরে সবাই শিল্পী। আবার তাঁর ছেলে-মেয়েও শিল্পী। এই শিল্পীদের কেও অখ্যাত নয়। সবাই বিখ্যাত এবং সবাই ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। এ জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি পাবনা, রাজধানী ঢাকা ছাড়িয়ে সারাদেশে এবং দেশের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত।

আশি-নব্বই দশকের প্রলয় চাকী

প্রলয় চাকীর বাবা লক্ষ্মীদাস চাকী ছিলেন খ্যাতিমান নাট্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাবা ক্ষিতিশ চন্দ্র চাকীও ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব। পাবনার গৌরব বনমালী ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালিন আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি। ক্ষিতিশ চাকী যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশের নামকরা অভিনেতা অহিন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, সুচিত্রা সেন, রানী বালা, শিশির কুমার ভাদুড়ী, গৌর মজুমদার, নবদীপ হালদার, পদ্মা দেবীর মত ব্যক্তিত্বরা।

লক্ষীদাস চাকী বাংলাদেশের নামকরা চলচ্চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা তেজেন চ?বর্তী, আনোয়ার হোসেন, আমজাদ হোসেন, আনোয়ারা, রুবিনদের সঙ্গে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয় করা ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাশিম, শহীদ তিতুমীর, শাহজাহান।

লক্ষীদাস চাকীর মেজ ভাই অশোক কুমার চাকীও অভিনেতা ছিলেন। বড় ভাই বিশুদাস চাকী ছিলেন বংশী বাদক। ছোট ভাই ভক্তি দাস চাকী একাধারে সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত প্রশিক্ষক, অভিনেতা ছিলেন। ভক্তি চাকী নজরুল সঙ্গীত ও ক্লাসিকের ভালো শিল্পী ছিলেন। সঙ্গীতের দক্ষ ওস্তাদ হিসেবে খ্যাতি ছিল তাঁর। সেই লক্ষী চাকীর দুই ছেলে প্রলয় চাকী ও মলয় চাকীও বেড়ে ওঠেন পারিবারিক ঐতিহ্যে।

প্রলয় চাকী-মলয় চাকী স্থানীয়ভাবে 'টোকাই' এবং 'বকাই' নামে বেশি পরিচিত ছিল। দুই ভাই গণসঙ্গীত ও আধুনিক গানের বিখ্যাত শিল্পীই শুধু নয়, এক সময় নিয়মিত টিভিতে তাঁদের পরিবেশনা থাকতো। দুই ভাই-ই স্বাধীনতা পরবর্তী থেকে গণমানুষের পক্ষে গণসঙ্গীত নিয়ে রাজপথে নেমেছেন। সকল গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে শিল্পী হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রলয় চাকী পাবনাতে শুদ্ধ সঙ্গীত চর্চাকেন্দ্র সপ্তসুরের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর দুই বোনের মধ্যে রিংকু চাকী ও কুন্তলা চাকী দুজনেই ভালো শিল্পী। রিংকু রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ক্লাসিক্যাল এবং কুন্তলা রবীন্দ্র, নজরুল ও ক্লাসিকের শিল্পী। কুন্তলা ক্লাসিক্যালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রেসিডেন্ট পুরস্কারও লাভ করেন। প্রলয় চাকীর ছেলে সানী চাকী একজন সঙ্গীত পরিচালক, বিটিভি ও শিল্পকলায় কাজ করেন। তার সুর করা গান নানা জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। বর্তমানে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে সঙ্গীতের সুর সংযোজনের সঙ্গে জড়িতদের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে সানী। সানীর মেয়ে পুনম চাকীও নৃত্যশিল্পী। এইসঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক গানের শিল্পী হিসেবে পরিচিতি। তার স্বামী (প্রলয় চাকীর জামাতা) বিপ্লব দত্ত একজন ভাস্কর্য শিল্পী।

যে মৃত্যু মেনে নেবার নয় : প্রলয় চাকীর পরিবার তাঁর মৃত্যুর জন্য কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্তদের বিচারের দাবিও করেছেন তারা। পরিবারের দাবি, প্রলয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো মামলা না থাকলেও তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি করা হয়েছে। প্রলয় চাকীর ছেলে সানী চাকী বলেন, 'কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলায় বাবার মৃত্যু হয়েছে। হার্ট অ্যাটাকের (হৃদরোগ) রোগী হওয়া সত্ত্বেও বাবাকে সিসিইউতে না রেখে হাসপাতালের সাধারণ প্রিজন সেলে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না দেওয়ায় তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অথচ এমন অসুস্থতার বিষয়ে আমাদের কিছু জানায়নি কারা কর্তৃপক্ষ।'

অন্যদিকে চিকিৎসায় অবহেলায় অভিযোগ অস্বীকার করে পাবনা জেলা কারাগারের জেল সুপার ওমর ফারুক বলেন, 'বিষয়টি সঠিক নয়। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।'

এই মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন পাবনাসহ দেশ-বিদেশের শিল্পী সমাজ। দেশের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিসহ সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক কর্মীরা শোক প্রকাশসহ ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী তপন চৌধুরী, কুমার বিশ্বজিৎ, দিনাত জাহান মুন্নী, বাপ্পা মজুমদার ও কবির বকুল শোক বার্তা পাঠিয়েছেন। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)-এর পক্ষ থেকে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট সুলতানা কামাল এক বিবৃতিতে ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'কারা হেফজতে থাকা অবস্থায় এমন মৃত্যুর ঘটনায় রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।' তিনি এ সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

পাবনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার ও সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, প্রলয় চাকী পাবনা বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের কার্যকরী পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'যদি কিছু মনে না করেন' এবং নব্বই দশকের জনপ্রিয় 'ইত্যাদি' অনুষ্ঠানে প্রলয় চাকী-মলয় চাকী গান গেয়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রলয় চাকীর মৃত্যুতে পাবনার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

এজাহারে নাম না থাকলেও গ্রেফতারের প্রসঙ্গ টেনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় প্রধান সমন্বয়ক ও পাবনা-৫ (সদর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেন, 'অবহেলায় মৃত্যু কারও ক্ষেত্রেই কাম্য নয়। প্রলয় কোনো দলের নয়, কারও শত্রু নয়। তাঁদের সহযোগিতা সব দল পেয়েছে। যারা তাকে এভাবে গ্রেফতার করিয়েছে, তাদের সমাজ সম্পর্কে ধারণা নেই। তাই তারা এই অন্যায় কাজটি করেছে।'

নাট্য ব্যক্তিত্ব আবদুল হান্নান শেলী বলেন, 'প্রলয় চাকীর গোটা পরিবারই সংগীতের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর ছেলে মেয়েরাও এর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর অনুপস্থিতি পাবনার জন্য বিশাল শূন্যতা তৈরি করলো।' পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার বলেন, 'সব দলমতের ঊর্ধ্বে একজন সংস্কৃতপ্রেমী ভালো মানুষ ছিলেন প্রলয় চাকী। সঙ্গীত আর মানুষের উপকার তাঁর প্রধান কর্ম ছিল। এই ব্যক্তির এমন মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক।' প্রবীণ নজরুল সঙ্গীত শিল্পী আবুল কাশেম বলেন, 'আজ তাঁর (প্রলয়) অভাব পূরণ করা তো দূরে থাক, তাঁর কাছাকাছিও কেউ যেতে পারবে না।' শ্রমিক নেতা পাভেল হাসান জাহাঙ্গীর বলেন, 'প্রলয় চাকী রাজনৈতিক পরিচয়কে কখনও অপব্যবহার করেননি। তাঁর ওপর মামলা চাপিয়ে দিয়ে কারান্তরীণ করা ও চিকিৎসায় অবহেলা- এই বিষয়গুলো ব্যথিত করে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রারম্ভে তাঁর প্রতি আমরা অবিচার করলাম কি না- সেটি খতিয়ে দেখা দরকার।' পাবনা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সম্পাদক ভাস্কর চৌধুরী বলেন, 'রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে প্রলয় চাকী ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পী। তিনি এভাবে মারা যাবেন, সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না।'

প্রলয় চাকী

শেষ বিদায়ে মানুষের উপচেপড়া ভিড় : প্রলয় চাকীর শেষকৃত্যানুষ্ঠানের দিন ১২ জানুয়ারি চাকীবাড়ি এলাকা, আশপাশের রাস্তা, মাঠ জুড়ে মানুষের ভিড় জমে যায়। তাঁকে শেষ দেখার জন্য ছুটে আসেন দলমত নির্বিশেষের সব শ্রেণীর মানুষ। ফলে চারতলা সড়কে যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। দিনভর এদিন অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হন সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রলয় চাকী।

এদিন বেলা সোয়া তিনটায় তাঁর মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পাবনা শহরের চাকীবাড়ি পৌঁছালে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। অসংখ্য নারী-পুরুষ, নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। মরদেহ পৌঁছানোর খবর জেনে বিএনপি নেতা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ আর গ্রুপের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার হাবিবুর রহমান হাবিব, অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর মহাসচিব আবদুলল মতীন খান, জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি মোজাম্মেল হক কবির, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি চন্দন কুমার চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বিজয় ভূষণ রায়, এডওয়ার্ড কলেজের সাবেক ভিপি রেজাউল কবির শরিফ, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক নূর মোহাম্মদ মাসুম বগা, আনিসুল হক বাবু, আবু ওবায়দা শেখ তুহিন, তিন নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর শহিদুল ইসলাম লালু, বনমালীর সাধারণ সম্পাদক ড. মো. হাবিবুল্লাহ, হিন্দু মহাজোটের জেলা আহবায়ক আশীষ বসাক, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক এডভোকেট মলয় কুমার দাস, জয়কালী মন্দিরের আহবায়ক মজুমদার গৌরাঙ্গ, জেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর সরকার জিতু, গণশিল্পী সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোশফেকা জাহান কনিকা প্রমুখ।

নানা শ্রেণী-পেশার অসংখ্য মানুষ ছুটে যান চাকীবাড়িতে। সেখানে প্রলয় চাকীর মরদেহে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্র, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পূজা উৎযাপন পরিমান, জয়কালী মন্দির, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সপ্তসুর, অ্যাটিউন ব্যান্ড, রবি দাস সম্প্রদায়, হরিজন ঐক্য পরিষদসহ বহু সংগঠন। বিকাল সাড়ে পাচটায় শেষকৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয়ে চলে রাত নয়টা পর্যন্ত।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শোক : প্রলয় চাকীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, বিএনপি নেতা এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম রবি, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি চন্দন কুমার চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক বিনয় জ্যোতি কুন্ডু, পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আঁখিনূর ইসলাম রেমন, হিন্দু মহাজোটের আহবায়ক আশীষ কুমার বসাক, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মলয় কুমার দাস রায়, সদস্য সচিব সুমন বসাক, যুগ্ম সদস্য সচিব তাপস দাস, সদর উপজেলা শাখার আহবায়ক উজ্জ্বল দাস, সদস্য সচিব কমল দাস, জয়কালী মন্দিরের আহবায়ক জ্যোতির্ময় মজুমদার গৌরাঙ্গ, সদস্য সচিব অচিন্ত কুমার ঘোষ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর চৌধুরী, গণশিল্পী সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ভৌমিক, দৈনিক ইছামতির প্রধান প্রতিবেদক ছিফাত রহমান সনম, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের সাংবাদিক শাহীন রহমান, পাবনা প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক মনিরুজ্জামান শিপন, যমুনা টিভির প্রতিনিধি কলিট তালুকদার, এটিএন নিউজের প্রতিনিধি রিজভী জয়, একাত্তর টিভির প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান রাসেল, জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, সাংস্কৃতিক কর্মী আল মামুন হোসেন রিমন প্রমুখ।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর শোক : মাসিক জাতীয় সংবাদপত্র সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর পক্ষে সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি প্রফেসর শিবজিত নাগ, সম্পাদনা পর্ষদ, সম্প্রীতি বাংলাদেশ পরিবার এবং সম্পাদক-প্রকাশক প্রলয় চাকীর অনাকঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে গভীর শোক, এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রলয় চাকীর শবদেহে নাট্য ও সাংস্কৃতিক নেতাদের শ্রদ্ধা

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

ম ণ্টু র দো য়া ত বা ড়ি

‘পাবনায় সরকারি উদ্যোগে সংগ্রহশালা বা জাদুঘর করা হোক’

[পাবনা শহরের ছেলে নাজমুল হক মণ্টু। বর্তমান বসবাস ঢাকায়। ছোট বেলা থেকেই পুরাকীর্তি বা অতীতের নিদর্শন সংগ্রাহক তিনি। দেশে, এমনকি বিদেশেও তিনি নিদর্শন সংগ্রাহক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। কারণ মণ্টুর কাছে যে সংগ্রহ রয়েছে- তার অনেক কিছু দেশের কোন জাদুঘরেও নেই। সেদিক থেকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাহক। এ কারণে তিনি স্বীকৃতি ও সম্মান দুই-ই পেয়ে আসছেন।

মণ্টুর সংগ্রহ তালিকার মধ্যে রয়েছে বহু বিষয়। তবে এই প্রতিবেদনে শুধুমাত্র কালির দোয়াতকেই তুলে ধরা হলো। মণ্টুর সংগ্রহে আড়াই'শ বছর আগে থেকে পরবর্তী সময়ের পিতল, দস্তা, জার্মান সিলভার, রৌপ্য, মিক্স ধাতুর সহস্রাধিক কালির দোয়াত ও কলম রয়েছে। এরমধ্যে আছে পাঁচ শতাধিক অ্যান্টিক (দুই'শ বছর আগের) এবং দুই শতাধিক ভিন্টেজ (একশ'বছর আগের) দোয়াত। নিচে তাঁর একটি সাক্ষাতকারও তুলে ধরা হলো। সংগ্রাহক হিসেবে পাবনার জন্য মণ্টুর প্রধান চাওয়া- এখানে সরকারি উদ্যোগে একটি সংগ্রহশালা বা জাদুঘর করা হোক। যারজন্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান ও সংগ্রহ সরবরাহে তিনি সবকিছু করবেন। তাঁর দাবি- এই প্রত্যাশাটি পূরণ করা হোক। -স/প]

ন নাজমুল হক মণ্টু

আমি এনটিক সংগ্রাহক হলেও বিশেষত আমার সংগ্রহ কালীর দোয়াত। এরমধ্যে রয়েছে ১৮ থেকে ১৯ শতকের দোয়াত। ২০ শতক পর্যন্ত এইসব দোয়াতগুলো ছিল বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন মেটালের এবং বিভিন্ন মোটিভের। আমার সংগ্রহের মূল এগুলোই। বাংলাদেশে এই ধরণের সংগ্রাহকের সংখ্যা খুবই কম। যদিও এখন দু-একজন করছেন। তবে আমি এটা আগে থেকে করে আসছি। আমার সংগ্রহে আমি দোয়াতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছি।

দোয়াত বলতে সাধারণত কাঁচের দোয়াত বোঝায়। সংগ্রহ করতে গিয়ে জানতে পারি শুধু কাঁচের দোয়াত নয়, মেটালিক দোয়াতের প্রচলন ছিল। এরমধ্যে দস্তার দোয়াত উল্লেখযোগ্য। এগুলো ছিল বিদেশি। আমাদের দেশে আগে এ ধরণের দোয়াতের মধ্যে ছিল পেতলের, তামার, দস্তার- এমনকি সোনার দোয়াতও। জমিদার বা এলিট শ্রেণী যারা ছিল- তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রূপার দোয়াত ব্যবহার করতো। এছাড়া ব্যবহার করতো জার্মান সিলভার ব্রঞ্জ এবং পেতলের দোয়াত। এখন থেকে তিন'শ সাড়ে তিন'শ বছর আগে ভারত উপমহাদেশে পেতল এবং কাঁসার দোয়াত ব্যবহার হতো। এরকম কিছু দোয়াত আমাদের দেশের ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র ব্যবহার করতো- যদিও সংখ্যায় তা খুবই কম। হয়তো কোন গ্রামের ২০/২৫ জন ছাত্রের মধ্যে একজন একটা দোয়াত ব্যবহার করতো কিনা সন্দেহ। অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমনও জেনেছি, ১০/১৫টা গ্রামের মধ্যে একটা ছাত্র হয়তো ম্যাটিক পাশ করেছে- তাকে একটা দোয়াত দেওয়া হতো। দোয়াতের মর্যাদার দিকটা ছিল এইরকম।

একটা সময় মানুষ প্রাকৃতিকভাবে দোয়াত বানাতো। যেমন বেলের খোল, নারকেলের মালই, বা মাটির সরা ইত্যাদি দিয়ে দোয়াত বানাতো। প্রাকৃতিক কালি বানিয়ে এর ভেতর রেখে ব্যবহার করা হতো। এসময় কলমও প্রাকৃতিকভাবে বানানো হতো- যেমর হাঁসের পালক, ময়ূর পালক, নলখাগড়ার কাটা, সজারুর কাটা ইত্যাদিকে কলম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এসব মিলিয়েই আমাদের অঞ্চলে দোয়াতের ব্যবহার হয়েছে।

দোয়াতের ইতিহাস বহু প্রাচীন। প্রাচীন যে বৌদ্ধ বিহারগুলো রয়েছে, সেগুলো কিন্তু মূলত ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে দোয়াত, কালি, কলমের ব্যবহার ছিল। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে মাটির দোয়াত রাখা হয়েছে। এগুলো কয়েকটি জাদুঘরসহ তিন/চারটি বৌদ্ধ বিহারে রাখা আছে। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহেও এগুলো আছে। এই মাটির দোয়াতগুলোকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যেতো না। কারণ এগুলো ব্যবহারের পর মানুষ ভেঙে ফেলতো। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে চলে আসে কাঁচের দোয়াত। আমাদের দেশে পঞ্চশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত, এমনকি নব্বই দশক পর্যন্তও এই কাঁচের দোয়াত ব্যবহার হতো। এগুলোও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি। কারণ কেউ হয়তো ভেঙে ভেলেছে, কেউ এদিয়ে কুপিবাতি বানিয়েছে। এরপর কুপিবাতির ব্যবহারও শেষ হয়েছে। এখন এ বাতি নেই বললেই চলে।

সংগ্রহ করতে গিয়ে জেনেছি, বিভিন্ন সময় দোয়াতের বিভিন্ন ধরণ, ডিজাইন বা কোয়ালিটি ছিল। এ অবস্থায় আমি প্রথমে ধাতব দোয়াত সংগ্রহ শুরু করি। এটা করতে গিয়ে আমি পিতল, দস্তা, জার্মান সিলভার, রৌপ্য, মিক্স ধাতুর দোয়াত সংগ্রহ করি। আবার কাঁচের দোয়াতের মধ্যেও অনেক রকম ডিজাইনের ভ্যারাইটি আছে- যেমন কোনটা গোল, কোনটা চ্যাপটা, কোনটা লম্বা, চিকন ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আঠারো-উনিশ শতকে যেসব দোয়াত আসতো সেগুলো ছিল বেশিরভাগই ক্রিস্টালের। এসব দোয়াত ফ্রান্স, ইংল্যান্ড বা ইউরোপ থেকে আসতো। আর আমাদের দেশের তৈরি দোয়াতগুলো ছিল কাঁচের এবং সবুজাভ। এগুলো ছিল অনেকটাই দুর্বল। কিন্তু ক্রিস্টালের দোয়াত ছিল ভারী, মজবুত এবং দেখতে সুন্দর। আমাদের দেশে বেলে পাথরের দোয়াতেরও অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এর নমুনা রয়েছে বগুড়ার মহাস্থান জাদুঘরে। এছাড়া স্বেত পাথর, মার্বেল পাথরের দোয়াতও পাওয়া গেছে। কাঁচের দোয়াতের মধ্যে পাওয়া গেছে রঙিন কাঁচ যেমন- নীল, পানি রং ইত্যাদি। আকৃতিও বিভিন্ন রকমের। যেমন কোনটি মাছ আকৃতির, কোনটি হাতির আকৃতিক, কোনটি দেবতার মূর্তি আকৃতির, আবার মূর্তির ভেতরেও লুকিয়ে রাখা দোয়াতও পাওয়া গেছে। এরকম নানা ধরণের দোয়াত ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কলমের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এরকম বৈচিত্র রয়েছে। প্রথম দিকে যে স্টাইলস কলম ছিল সেগুলো দিয়ে মাটির উপরে বা মোমের উপর লেখা হতো। এজন্য ব্যবহার হতো সুচালো মেটাল কলম। তারপর প্রাকৃতিক কালি এলো। এগুলো তৈরি হতো পুঁইশাকের বীজ, ফুলের বীজ, গাছ-গাছালির রস-কষ দিয়ে। এরসঙ্গে বয়রা-হরতকি ইত্যাদি মিশিয়ে কালি বানানো হতো। এর অনেক পরে, অর্থ ১৮৫০ সালের পরে কালি এবং কলম পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। এসময় ফাউন্টেন পেন-এর জন্ম হয় এবং তৈরি হয় ক্যাপিটাল কালি। প্রথম দিকে এগুলো আমাদের উপমহাদেশে তৈরি হতো না, তখন এগুলো ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন থেকে আসতো। আমাদের দেশে এরকর কালির প্রচলন হয় ৫০ দশকের পর ৬০ দশকের দিকে। তখন ঢাকাসহ দেশের অনেকগুলো জেলায় কালি তৈরি হতো। এই কালি ছাত্র-শিক্ষক এবং ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতেন। মজার ব্যাপার হলো- কালির দোয়াতের ব্যবহার আশির দশকের পর থেকে কমা শুরু করে এবং নব্বই দশকে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। এই বিলীনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আমার সংগ্রহের বিষয়টি চাঙা হয়। আমি ইতিহাসের এই বিষয়টি ধরে রাখার জন্য এর সংগ্রহকে গুরুত্ব দিয়েছি এবং সংগ্রহ কাজে নেমে পড়ি। আমাদের নতুন প্রজন্ম যাতে আগের ইতিহাস জানতে পারে- সেজন্যই আমার এই সংগ্রহকে এভাবে তুলে ধরা।

সাদা দুধে কালো কারবার

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

অধিক লাভের আশায় গরুর দুধ নিয়ে কালো কারবার করছে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী। অনেক দিন থেকে এ ব্যবসা চললেও পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে কারবার আরও জোরদার করা হচ্ছে। কারণ এ মাসে দুধের চাহিদা অনেকটা বেড়ে যাবে। এমন সুযোগকে আরও লাভজনক করতে ব্যস্ত এই চক্র।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, পাবনার ভাঙ্গুড়া এলাকাকে এ কারবারের মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ক'মাস আগে এইসব কেন্দ্রে প্রশাসন থেকে অভিযানও শুরু হয়েছিল। জানা গেছে তারপর নিয়মিত আরও অভিযান এবং অভিযুক্তদের সাজা দেওয়া হলেও কারবার বন্ধ হয়নি। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, দুধ নিয়ে কালো কারবার করে মাসে ৫-৬ লাখ টাকা আয় করা যায়। সেখানে প্রশাসন থেকে লাখ টাকা জরিমানা করা হলেও ব্যবসায়ীদের কিছু আসে যায় না। জরিমানা হলেও মোটা অংকের লাভ থেকে যায়। ওয়াকেবহালরা মনে করেন, এজন্যই এ কারবার বন্ধ করা যাচ্ছে না এবং প্রশাসনও ব্যর্থ হচ্ছে। সূত্র জানায়, পাবনার দুগ্ধ উৎপাদন এলাকা হিসেবে পরিচিত ফরিদপুর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলা এই নকল দুধ তৈরির জোনে পরিণত হয়েছে। এলাকার ৫০ থেকে ৬০ জন অসাধু ব্যবসায়ী বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ফরিদপুরের ডেমরা বাজার, আরকান্দি এবং ভাঙ্গড়ার অষ্টমনিষাসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে এ নকল দুধ তৈরি করা হচ্ছে। উৎপাদনের পর এসব দুধ চলে যাচ্ছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আসল দুধের দাম বেশ বেশি, কিন্তু এই নকল দুধের দাম অনেকটাই কম। ফলে সস্তায় পাওয়ায় বেশিরভাগ মানুষই আসল দুধের বদলে নকল দুধ কিনে প্রতারিত হচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প পরিমান আসল দুধের সঙ্গে অনেক বেশি পরিমান পানি এবং সাদা আটাসহ বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে নকল দুধ তৈরি করা হয়। দুধের ঘনত্ব বাড়াতে ব্যবহার করা হয় কস্টিক সোডা, চিনি, লবণ, হাইড্রোজ ও সয়াবিন তেল। দুধ তাজা রাখতে মেশানো হয় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ফরমালিন। আরেকটি সূত্র জানায়, প্রতি মণ ছানার পানিতে দুই কেজি দুধের ননী, লবণ, খাবার সোডা, সামান্য ইউরিয়া ও কৃত্রিম সুগন্ধি মিশিয়ে তৈরি হয় এক ধরনের ভেজাল দুধ। আবার ফুটন্ত পানিতে স্কিমড মিল্ক পাউডার, বাটার অয়েল এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের মিশ্রণেও তৈরি হচ্ছে নকল দুধ। উৎপাদিত এ দুধ সাধারণ চোখে দেখতে আসল দুধের চেয়েও খানিকটা ঘন এবং উজ্জ্বল সাদা। ফলে মানুষ না জেনে না বুঝে এ দুধে আকৃষ্ট হন। জানা গেছে, পানকারীদের জন্য এই দুধ মরণঘাতি বা শরীরের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। চিকিৎসকদের ভাষ্য, 'বিষাক্ত এই দুধ পান করলে লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।'

অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যবসায়ী চক্রটি শুধু খোলা বাজারেই নয়, বরং দুধ কোম্পানির কিছু অসাধু কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজশে নিবন্ধিত সমিতির মাধ্যমেও এ নকল দুধ সরবরাহ করছে। এ ব্যাপারে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পাবনার সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান রনি সাংবাদিকদের বলেন, 'দুধে ভেজাল মেশানো দন্ডনীয় অপরাধ। এই চক্রের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং নকল দুধ নির্মূল করতে অভিযান আরও জোরদার করা হবে।'

মার্চে সরবরাহের আশা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : সচিব ড. শেখ আবদুর রশীদ, অর্থ বিভাগের সচিব ড. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিচালকও এসময় উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ধাপে ধাপে প্রকল্পটির মাধ্যমে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট-১ থেকে কার্যকরভাবে প্রায় ১,১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

নিপা ভাইরাস ঝুঁকি

শেষের পৃষ্ঠার পর : থেকে রক্ষা পেতে খেজুরের কাঁচা রস খাওয়া সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত। তবে রস জালদিয়ে ফুটিয়ে পান করা যেতে পারে। যারা খেজুরের রস সংগ্রহ করেন তারা যেন হাঁড়িতে নেট বা জাল ব্যবহার করেন। খেজুরের রস বিক্রেতারা যেন কাঁচা রস বিক্রি না করেন।

আকাশকলির অরণ্য

শেষের পৃষ্ঠার পর : সম্পাদক ইয়াদ আলী মৃধা পাভেল, প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক হাসান মাহমুদ, প্রথম আলো বন্ধু সভার সভাপতি রাশেদুজ্জামান, নেচার এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন কমিউনিটির সভাপতি এহসান আলী বিশ্বাস লিটু, প্রাণ অধিকার কর্মী রাকিবুজ্জামান শাদ, পাবিপ্রবির গ্রীন ভয়েসের সদস্য আয়শা রহমান প্রমূখ।

রাজশাহী বিভাগে শ্রেষ্ঠ

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬-এর বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।

গত ১৫ জানুয়ারি রাজশাহীতে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৬ ক্যাটাগরিতে মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজকে বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। মূল্যায়নী ক্যাটাগরিসমূহের মধ্যে ছিল (১) ফলাফল, (২) পাশকরা ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা, (৩) প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা, (৪) শিক্ষক শিক্ষার্থী সংখ্যা, (৫) কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মানের গড়, (৬) ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা, (৭) প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা, (৮) জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন, (৯) প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, (১০) গ্রন্থাগার, (১১) বিজ্ঞানাগার, (১২) পঠন-পাঠনের নিয়মানুবর্তিতা এবং খেলাধুলা ও সহপাঠক্রম ব্যবস্থা, (১৩) শিক্ষার পরিবেশ, (১৪) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম/কম্পিউটার ল্যাব, (১৫) প্রতিষ্ঠানের স্কাউট/গার্ল গাইডস, (১৬) বিজ্ঞান মেলা আয়োজন।

১৭ বছরে পা রাখা একটি প্রতিষ্ঠান বিভাগের শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হওয়ায় পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালনা পর্ষদ, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকমন্ডলি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ ও শিক্ষকমন্ডলি সবার সহযোগিতায় পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ তার সুনাম অক্ষুন্ন রেখে আগামীতে আরও সাফল্য বয়ে আনবে বলে আশা করেছেন।

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ – ফাইল ফটো

মহীয়সীর কবিতা উৎসব পালন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

কবি ও কবিতার সংগঠন 'মহীয়সী সাহিত্য পাঠচক্র, পাবনা' দিনব্যাপী কবিতা উৎসব এবং সংগঠনটির ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। 'কবিতার আবেশে বিশ্বলোক' প্রতিপাদ্যে এ উৎসব অনুষ্ঠানটি হয় গত ১৬ জানুয়ারি পাবনা চরগড়গড়ি (বিশ্বকুটির) মিলনায়তনে।

অনুষ্ঠানমালায় ছিল আনন্দ পথযাত্রা, সেমিনার, কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ, সম্মাননা প্রদান। উৎসব উদ্বোধন করেন কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক মজিদ মাহমুদ। মহীয়সী সাহিত্য পাঠচক্র, পাবনা-এর সভাপতি রেহানা সুলতানা শিল্পীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আসাদ মান্নান। উদ্বোধন ও বিভিন্ন পর্বে সম্মানিত অতিথি থেকে বক্তব্য দেন কবি ও প্রাবন্ধিক শাহ সানাউল হক, বগুড়া লেখকচক্র-এর সভাপতি কবি ইসলাম রফিক, কবি ও গবেষক ড. মোহাম্মদ আবদুর রউফ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ রেজাউল করিম, সিনিয়র সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক মাহবুবুল হক দুদু, কবি ও সম্পাদক কামরুল বাহার আরিফ, কবি ও সংগঠক অধ্যাপক হাসানুজ্জামান, কবি অধ্যক্ষ আবদুদ দাইন সরকার, মহীয়সী সাহিত্য পাঠচক্র'র উপদেষ্টা আলতাফ হোসেন, কবি ও গবেষক ড. শামীম আরা, কথাশিল্পী হেনা সুলতানা, কবি ও সম্পাদক শফিক সেলিম, কবি হাসনাইন হীরা, কবি হাবিবুল ইসলাম তোতা, কবি আতাউর রহমান, কবি ও সংগঠক সাকিল মাসুদ, কবি ও শিশুসাহিত্যিক নুরুল ইসলাম বাবুল, কবি ও ছড়াকার এস এম খলিল বাবু, কবি শামছুন নাহার, কবি সুলতানা রিজিয়া, কবি ফারহানা ম্যাম, কবি নিগার সুলতানা, কবি শামীমা সীমা ও কবি মেহেনাজ পারভীন।

কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ করেন ই.ম শহীদুল ইসলাম, যাহিদ সুবহান, সাইফ আবদুর রাজ্জাক, আলমগীরুল নিউটন, জাহিদ রিপন, মরিয়ম বেলারুশী, মো. শফিউল্লাহ, মোহাম্মদ আলী, সাইদা আখতার কল্পনা, নন্দিনী আরজু, রোখসানা পারভীন, গোধূলি সেলিম, সিরাজুল ইসলাম, ইমাম মেহেদী, রকিবুল ইসলাম রাতুল, আতাউর রহমান বাবলু, আবদুল গোফ্ফার। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি সাহিত্যিকরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠান শেষে এ বছর শিল্প সাহিত্যে অবদানের জন্য ছয়জন গুণীকে মহীয়সী সাহিত্য সম্মাননা ও দুইজনকে সেলিনা পারভীন বকুল স্মৃতি সম্মাননা-২০২৬ প্রদান করা। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন তানভীর আহমেদ হৃদয়, কথাসাহিত্যে রোকেয়া ইসলাম, প্রবন্ধ ও গবেষণায় খৈয়াম কাদের, শিশুসাহিত্য মুসতাফা আনসারী, সাংগঠনিক লুৎফর রহমান, লিটল ম্যাগাজিন (কবিতার কম্পাস) সম্পাদক কাজী আনিসুল হক এবং স্ব-সাংগঠনিক শামীমা সীমা ও সাইদা আখতার কল্পনা।

মহীয়সী সাহিত্য ও সেলিনা পারভীন বকুল স্মৃতি সম্মাননাপ্রাপ্তদের সঙ্গে অন্যরা